জিংগোবা

জিংকগো বিলোবা ৬০ মিগ্রা ক্যাপসুল
জিংকগো বিলোবা ৪০ মিগ্রা ও ১২০ মিগ্রা ট্যাবলেট

For Healthy Brain Function and Circulation

উপাদান:
জিংগোবা ৬০ মিগ্রা : প্রতি ক্যাপসুলে রয়েছে জিংকগো বিলোবা ৬০ মিগ্রা ।
জিংগোবা ৪০ মিগ্রা : প্রতি ট্যাবলেট রয়েছে জিংকগো বিলোবা ৪০ মিগ্রা ।
জিংগোবা ১২০ মিগ্রা : প্রতি ট্যাবলেট রয়েছে জিংকগো বিলোবা ১২০ মিগ্রা ।

বিবরন:
প্রায় ৫০০০ বছর পূর্ব থেকে চীনে জিংকগো বিলোবা ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। জিংগোবা একটি কার্যকরী হারবাল ফর্মূলেশন যা মস্তিস্কে অপর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, অমনোযোগীতা, মাথাঘোরা এবং টিনিটাস (কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ শোনা) এর চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। জিংগোবা ডিমেনশিয়ার (ভুলে যাওয়ার প্রবণতা) চিকিৎসায় কার্যকর। এছাড়াও এটা ইন্টারমিটেন্ট ক্লাউডিকেশন (পায়ের অভ্যন্তরীণ রক্তনালীতে রক্ত চলাচল বাঁধাগ্রস্ত হওয়ার কারণে সৃষ্ট ব্যথা) এবং অপর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ জনিত রোগসমূহে কার্যকর।

ফার্মাকোলজী:
জিংকগো বিলোবা পাতার নির্যাসে ২২-২৭% ফ্ল্যাভোনল গ্লাইকোসাইড এবং ৫-৭% টারপিন ল্যাকটোন রয়েছে। জিংকগো প্লাটিলেটের সাথে প্লাটিলেট অ্যাক্টিভেটিং ফ্যাক্টর (PAF) এর বন্ধন তৈরি হতে দেয় না, যা রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়াকে বাঁধাগ্রস্ত করে এবং রক্তের প্রবাহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, ফলে মস্তিষ্ক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে। এভাবে এটি মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে, মস্তিস্কে অপর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ এবং অমনোযোগীতা দূর করে। জিংকগো অপ্রতুল রক্ত সঞ্চালনের সাথে জড়িত রোগগুলো যেমন টিনিটাস (কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ শোনা), মাথা ঘোরা, নিউরোপ্যাথি, রেটিনোপ্যাথি, নেফ্রোপ্যাথি এবং ইন্টারমিটেন্ট ক্লাউডিকেশন (পায়ের অভ্যন্তরীণ রক্তনালীতে রক্ত চলাচল বাঁধাগ্রস্ত হওয়ার কারণে সৃষ্ট ব্যথা) ইত্যাদির চিকিৎসায় কার্যকর। জিংকগো ফ্রি র‍্যাডিকেল সমূহকে অক্সিডাইজ করে মস্তিষ্কের কোষের ক্ষতি রোধ এবং নিউরনগুলোকে রক্ষা করে।

রোগ নির্দেশনা এবং ব্যবহার:
- মস্তিস্কে অপর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ
- স্মৃতিশক্তির ঘাটতি
- অমনোযোগীতা
- বার্ধক্য জনিত দৃষ্টি শক্তি হ্রাস
- টিনিটাস (কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ শোনা)
- মাথা ঘোরা
- ইন্টারমিটেন্ট ক্লাউডিকেশন (অপর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ জনিত সবিরাম পায়ে ব্যথা)
- দেহের প্রান্তীয় অঞ্চলে অপর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ

সেবনমাত্রা ও সেবনবিধি
জিংগোবা ৬০ মিগ্রা : ১-২ টি ক্যাপসুল দৈনিক ২-৩ বার বা নিবন্ধিত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।
জিংগোবা ৪০ মিগ্রা : ১-২ টি ট্যাবলেট দৈনিক ২-৩ বার বা নিবন্ধিত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।
জিংগোবা ১২০ মিগ্রা : ১-২ টি ট্যাবলেট দৈনিক ১-২ বার বা নিবন্ধিত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:
পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে, কিছু বিরল ক্ষেত্রে মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড় করা, পরিপাকতন্ত্রে অস্বস্তি, রক্তপাত এবং ত্বকে অতি সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে।

বিপরীত নির্দেশনা:
জিংকগো বিলোবাতে সংবেদনশীল বা রক্তক্ষরণ জনিত ব্যাধি রয়েছে এমন রোগী এবং অস্ত্রোপচার করা হবে এমন রোগীদের জিংকগো বিলোবা প্রদান করা যাবে না।

গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদান কালে ব্যবহার:
গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহারে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া এখন পর্যন্ত জানা যায়নি, ব্যবহারের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহন করতে হবে।

সংরক্ষণ:
শিশুদের নাগালের বাইরে, আলো এবং আর্দ্রতা থেকে দূরে রাখুন। শুকনো এবং ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করুন।

সরবরাহ:
জিংগোবা ৬০ মিলিগ্রাম ক্যাপসুল : প্রতিটি বক্সে রয়েছে অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকে ৩০টি ক্যাপসুল।
জিংগোবা ৪০ মিলিগ্রাম ট্যাবলেট : প্রতিটি বক্সে রয়েছে অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকে ৩০টি ট্যাবলেট।
জিংগোবা ১২০ মিলিগ্রাম ট্যাবলেট : প্রতিটি বক্সে রয়েছে অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকে ৩০টি ট্যাবলেট।

প্রস্তুতকারক :
দি ইবনে সিনা
ন্যাচারাল মেডিসিন (হারবাল বিভাগ)
সফিপুর, গাজীপুর, বাংলাদেশ।

IBN SINA